''মিষ্টি বাচ্চারা - এমন কোনও ভুল করো না যে মায়া থাপ্পড় লাগানোর সুযোগ পেয়ে যায়, যদি শ্রীমতে না চলো তাহলে মায়া থাপ্পড় মেড়ে বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেবে''

*প্রশ্নঃ - সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেওয়ার আধার কী, সেই টিকিট কাদের প্রাপ্ত হবে?

*উত্তরঃ - সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেওয়ার জন্য প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নিজের সবকিছু বাবাকে অর্পণ করতে হবে। যে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়, সত্যযুগে সে-ই ধনী হবে। সূর্যবংশী রাজধানী হলই এয়ারকন্ডিশন। তোমাদের এইম্ অবজেক্টই হল সূর্যবংশী পদ প্রাপ্ত করা। এছাড়া নম্বরের ক্রমানুসারে পদ তো আছেই।

*গীতঃ- সে বড়ই ভাগ্যবান...

ওম্ শান্তি । এই গীতের অর্থ তোমরা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বাচ্চারাই জানো। বাচ্চারা এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, পরে দৈবী সম্প্রদায়ের হবে। বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, যখন অসীম জগতের বাবা সামনে আছেন আর তাঁর থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন আর বাকি কি চাওয়ার থাকতে পারে! ভক্তি মার্গ কবে থেকে চলছে! এটাও কারো জানা নেই। ভক্তিমার্গের ভক্তরা ভগবানকে অথবা কনে-রা বর-কে স্মরণ করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা বাবাকেই জানে না। এইরকম কখনও দেখেছো? সজনী সাজনকে জানে না, তাহলে স্মরণ করবে কীভাবে? ভগবান তো হলেন সকলের বাবা। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় না জেনে স্মরণ করার পুরুষার্থ সব ব্যর্থ হয়ে যায়, এরকম স্মরণ করে কোনও লাভ হয় না। স্মরণ করতে করতে কেউই সেই এইম্ অবজেক্ট প্রাপ্ত করতে পারে না। ভগবান কে, তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হবে, কিছুই জানে না। এত সব ধর্ম আছে। ক্রাইস্ট, বৌদ্ধ ইত্যাদি প্রিসেপ্টার অথবা ধর্ম স্থাপকদেরকে তাদের ফলোয়ার্স-রা স্মরণ করে কিন্তু তাদেরকে স্মরণ করলে কি প্রাপ্ত হবে! কিছুই জানে না। এর থেকে তো জাগতিক পড়াশোনা অনেক ভালো। এইম্ অবজেক্ট তো বুদ্ধিতে থাকে তাই না। বাবার থেকে কি প্রাপ্ত হয়, টিচারের থেকে কি প্রাপ্ত হয় - সেটা বুঝতে পারে। গুরুর থেকে কি প্রাপ্ত হয় - এটা কেউই বুঝতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা বাবার হয়েছি। বাবা পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো এসে আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন অথবা শান্তিধামের মালিক বানাচ্ছেন। বাবা বলছেন প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমার থেকে নিজের প্রাপ্য উত্তরাধিকার নেবে না? সবাই বলে হ্যাঁ বাবা কেন নেবো না। আচ্ছা চন্দ্রবংশী রাম পদ পেতে রাজী আছো? তোমাদের কি চাই? বাবা উপহার নিয়ে এসেছেন। তোমরা সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে নাকি চন্দ্রবংশী সীতাকে? শ্রীরামের পূজারীরা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনতে চায় না। শ্রীরামকে ত্রেতাতে, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তারা মনে করে রাম বড়। এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া বেঁধে যায়। যেরকম ছোটো বাচ্চারা ঝগড়া করে।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - হুবহু যেরকম কল্প পূর্বে বুঝিয়ে ছিলেন, পুনরায় সেইভাবেই বোঝাচ্ছেন। তোমরা পুনরায় এসে উত্তরাধিকার নিচ্ছো। তোমাদের এইম্ অবজেক্টই হলো উত্তরাধিকার নেওয়া। সেটা হলো সূর্যবংশী রাজপদ। সেকেণ্ড গ্রেড হলো চন্দ্রবংশী। যেরকম এয়ারকন্ডিশনের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু হয় না। এয়ারকন্ডিশন, ফার্স্টক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস হয় তাই না। তো সত্যযুগের সম্পূর্ণ রাজধানীকে এয়ারকন্ডিশন মনে করো, তারপর হলো ফার্স্ট ক্লাস। তো বাবা বলছেন তোমরা এয়ারকন্ডিশনের সূর্যবংশী রাজ্য নেবে নাকি চন্দ্রবংশী ফার্স্টক্লাসের? তারথেকেও কম তো সেকেণ্ড ক্লাসে নম্বরের ক্রমানুসারে উত্তরাধিকার হবে, তারপর তোমরা পরে-পরে এসে রাজ্য নেবে। না হলে তো থার্ডক্লাস প্রজা। তারপর সেখানেও টিকিট রিজার্ভ হয়। ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ, সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ। নম্বরের ক্রমানুসারে দরজা তো থাকে

তাই না। সুখ তো সেখানে আছেই। শুধু কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা হবে। ধনবানেরা এয়ারকন্ডিশনের টিকিট নেবে। তোমাদের মধ্যে ধনবান কে হবে? যে সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেবে। বাবা এইসবকিছু তোমার। ভারতেই মহিমা গান হয়। সওদাগর, রত্নাকর, জাদুগর... এইসব মহিমা হলো বাবার, নাকি শ্রীকৃষ্ণের? শ্রীকৃষ্ণ তো উত্তরাধিকার নিয়েছেন। সত্যযুগে প্রালব্ধ পেয়েছেন। তিনিও এখন বাবার হয়েছেন। প্রালব্ধ তো অবশ্যই কারো থেকে পেয়ে থাকবেন, তাই না! লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে প্রালব্ধ ভোগ করেন। এখন বাচ্চারা ভালোভাবে জেনে গেছো, অবশ্যই তারা পূর্বজন্মে প্রালব্ধ বানিয়েছিলেন। ভারতের অনেক মহিমা আছে, ভারতের মতো উঁচুদেশ আর কেউ হতে পারবে না। ভারতই হলো পরমপিতা পরমাত্মার

বার্থপ্লেস। এই রহস্য কারো বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। পরমাত্মাই সবাইকে আধাকল্পের জন্য সুখ-শান্তি প্রদান করেন। ভারত হলো নম্বর ওয়ান তীর্থ। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে, এইজন্য তাঁর (বাবার) সামাজিক মর্যাদা কম হয়ে গেছে। নাহলে তো সকল মানুষ এই বাবাকেই মান্য করতো, অন্য কাউকে ফুল প্রদান করতো না। সকলের পতিত পাবন বাবা, তাঁর সোমনাথ মন্দির আছে। শিবের কাছেই সবাই এসে মাথা ঠোকে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এক বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে সৃষ্টির অবস্থা কেমন হয়ে যায়, এইজন্য শিববাবা আসেন। কাউকে তো নিমিত্ত হতেই হবে তাই না। এখন বাবা বলছেন অশরীরী ভব। নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা কার সন্তান, এটা কেউ জানে না। আশ্চর্য তাই না। বলেও থাকে ও গড় ফাদার? দয়া করো। শিব জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, এটা কারো জানা নেই। এটা হল পাঁচ হাজার বছরের কথা, বাবা-ই এসে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু তো লক্ষ বছর হয় না।

বাবা বাচ্চাদেরকে কতো সহজ করে বোঝাচ্ছেন - শুধু স্মরণ করো, ঘর গৃহস্থে থেকে কমল ফুলের মতো হয়ে থাকো। বিষ্ণুকেই সকল অলঙ্কার দিয়েছে। শঙ্খও দিয়েছে, কমল ফুলও দিয়েছে। বাস্তবে দেবতাদেরকে এই অলঙ্কার থোড়াই দেওয়া যায়! এসব হলো কতোই না গুহ্য গম্ভীর কথা। এসব হল ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার কিন্তু ব্রাহ্মণদের কীভাবে দেবে। আজ ব্রাহ্মণ, কাল শূদ্র হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার থেকে শূদ্রকুমার হয়ে যায়। মায়া দেরী করে না। যদি কোনও ভুল করো, বাবার শ্রীমতে না চলো, বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায় তাহলে মায়া ভালোরকম চাঁটি মেরে বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বলে না... যে - থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেবো? তো মায়াও এইরকম। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এক সেকেণ্ডে থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেবে। যেরকম একসেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি লাভ হয়, এইরকম এক সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি শেষ করে দেয়। কতো ভালো ভালো পুরুষার্থী আত্মাকেও মায়া ধরে নেয়। দেখতে থাকে যে এ কোথায় ভুল করছে, তৎক্ষণাৎ থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো বাচ্চাদের মুখ পুরানো দুনিয়ার থেকে সরিয়ে নতুন দুনিয়ার দিকে করছেন।

লৌকিক বাবা গরীব হওয়ার কারণে পুরানো ঝুপড়িতে থাকেন, তারপর নতুন বাড়ি তৈরী করলে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে যায়, ব্যস্ এবার নতুন বাড়ি তৈরী হবে, আমরা সেখানে গিয়ে থাকবো। এই পুরানো বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে। তোমাদের জন্যও বাবা এখন হাতের উপর স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। বলছেন যে প্রিয় বাচ্চারা... আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। বাচ্চারা, এই চোখের দ্বারা বাবা তোমাদেরকে দেখছেন। কাশ্মীরে অনেক ব্রাহ্মণ থাকে। শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে সেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই আত্মাকে আহ্বান করে, এসবই সাক্ষাৎকারের রহস্য রাখা হয়েছে। এমন নয় যে আত্মা কারো শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে আসবে। নিজের পূর্ব পুরুষের আত্মাকে আহি করে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়। আগে তো সেই আত্মা কথাও বলতো। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি খুশী আর সন্তুষ্ট আছো? সে উত্তর দিতো। এটাও ড্রামা অনুসারে চলতো। কখনও কখনও বলেও দিত যে আমি অমুক বাড়িতে জন্ম নিয়েছি। এইসব সাক্ষাৎকারের রীতি ড্রামাতে তৈরী হয়ে আছে, যেটা রিপিট হতে থাকে। বাস্তবে কোনও আত্মাই আসে না। আগে তো টেবিলেও আবাহন করতো (প্ল্যানচেট, planchette) বাবার তো সবই অনুভব আছে। বাস্তবে টেবিলে তো আত্মা আসতে পারে না। যে যাকিছু করেছে, সেটা ড্রামাতে ছিল, সেটাই হয়েছে। ড্রামাকে কত সুন্দর করে বুঝতে হবে। ভোগ লাগানো হয়, আত্মাকে আহ্বান করা হয়। এইসব ড্রামাতে নিরূপিত আছে। এতে সংশয়ের কোনও কথাই নেই। নতুন জিজ্ঞাসু আত্মারা না বোঝার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বাবা হলেন জাদুগরও, তাই না। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে আমিও ড্রামার বশবর্তী। এমন নয় যে ড্রামার অতিরিক্ত কিছু করতে পারবো। না। বাচ্চা অসুস্থ হলে এমন নয় যে আমি ঠিক করে দেবো, অপারেশন করা থেকে বিরত রাখবো। না, কর্মভোগ তো সবাইকে ভোগ করতেই হবে। তোমাদের উপরে তো পাপের বোঝা অনেক আছে, কারণ তোমরা হলে সকলের থেকে পুরানো। সতোপ্রধান থেকে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছো।

বাচ্চারা এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো তাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমরা জানো যে কল্প কল্প আমরা ড্রামা অনুসারে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি। যে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী পরিবারের হবে, সে অবশ্যই আসবে। যারা দেবী-দেবতা ছিলেন, পরে শূদ্র হয়েছিলেন পুনরায় তারাই ব্রাহ্মণ হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের হবেন। এইসব কথা বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবার কাছে বাচ্চারা কতোই না মিষ্টি মনে হয়! বলেন যে - তোমরাই সেই কল্প পূর্বের আমার বাচ্চা। আমি প্রতি কল্পে এসে তোমাদেরকে পড়াই। কতোইনা আশ্চর্যপূর্ণ কথা! নিরাকার ভগবান শরীরের দ্বারা কথা বলবেন তাই না। শরীর আলাদা হয়ে গেলে তো আত্মা কথা বলতে পারবে না। আত্মা ডিট্যাচ্ হয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন অশরীরী ভব। এমন নয় যে প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হবে। না। বুঝতে হবে যে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী। আমি আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা নিজে বলছেন - আমি আত্মা, যে ভূমিকা পালন করি সেই সব পার্ট

আত্মাতেই নিরূপিত আছে। ভক্তিমার্গেও সেই পার্ট চলে। কেউ যদি কোনোদিনই মদ না পান করে থাকে, তাহলে তার মদের স্বাদ কিভাবে জানা থাকবে। জ্ঞানও যখন নেবে তখন জানতে পারবে। জ্ঞানের দ্বারাই সদ্গতি হয়। বাবা বলছেন যে আমি হলাম সকলের সদ্গতি দাতা। সর্বোদয়া লিডার্স আছে তাইনা। কতোই না ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আছে। বাস্তবে সকলের উপরে দয়া করতে পারেন একমাত্র বাবা। সবাই বলে হে ভগবান দয়া করো। তো সকলের উপরে দয়া তিনিই করেন। বাদবাকি সবাই নিজের উপরে দয়া করে। বাবা তো সমগ্র দুনিয়াকে সতোপ্রধান বানাচ্ছেন। তারমধ্যে তত্ত্বও এসে যায়। এই কাজ এক পরমাত্মারই। তো সর্বোদয়ার অর্থ কত বড়, একদম সকলের উপর দয়া করেন। স্বর্গে কেউই দুঃখী হয় না। সেখানে নম্বর ওয়ান ফার্নিচার, বৈভব ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। দুঃখদায়ী জন্তু-জানোয়ার, মাছি মশা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। এখানেও ধনবান ব্যক্তিদের ঘরে কতোই না সাফাই হয়! তাদের ঘরে কখনও তোমরা মাছি দেখতে পাবে না। কোনও মশা ঢুকতে পারে না। স্বর্গে কারো ক্ষমতা নেই যে, নোংরা করতে পারে এমন জিনিস রাখবে। না। ন্যাচারাল ফুল ইত্যাদির সুগন্ধ থাকবে। তোমাদেরকে সূক্ষ্ম বতনে শিববাবা শূবীরস (আমের মতো মিষ্টি ফল, আমের থেকেও উৎকৃষ্ট) পান করান। সূক্ষ্ম বতনে তো কিছুই নেই। এ'সবই হল সাক্ষাৎকার। বৈকুন্ঠে কতো ফলের বাগান ইত্যাদি হবে! সূক্ষ্ম বতনে থোড়াই কোনও বাগান থাকবে। এই সবই হলো সাক্ষাৎকার। এখানে বসে বসেই তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। গীতও বড়ই ফার্স্ট ক্লাস। তোমরা জানো আমরা বাবাকে পেয়ে গেছি, আর কি চাই! অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার শ্রীমত হল সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমতের দ্বারাই আমরা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হবো।

সন্ন্যাসীরা বলে যে এই সুখ হল কাকের বিষ্ঠার সমান। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে সত্যযুগে সর্বদাই সুখ ছিল। শৈশবে এনারা রাধা কৃষ্ণ ছিলেন, এদের সেই অর্থে দিব্য কর্ম ইত্যাদি কিছু নেই। স্বর্গে সকল বাচ্চাই খুব সুন্দর হয়। হয়তো মুরলী শুনতে শুনতে ডান্স ইত্যাদি করেও থাকে। কিন্তু জ্ঞান শোনায় না। শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী দিয়েছে তখন সরস্বতী কোথায় গেলো। সরস্বতীকে তো বীণা দিয়েছে তাহলে বড় তো সরস্বতীই হল তাই না। এসব হল ভক্তিমার্গ, পুতুল খেলা। দেবী-দেবতাদের মূর্তি বানিয়ে, পূজা ইত্যাদি করে আবার ডুবিয়ে দেয়। এর উপর তোমাদের একটা গানও আছে। একে বলা হয় ব্লাইন্ড ফেইথ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সবাই এই ড্রামার বশীভূত, এই ড্রামার কোনও সীনকে দেখে সংশয় যেন না আসে। ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে ভালোভাবে বুঝে অনড় থাকতে হবে।

২) নিজেকে অবিনাশী আত্মা মনে করে এই শরীর থেকে ডিট্যাচড় হয়ে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ- করাবনহারের স্মৃতিতে থেকে বড়-র থেকেও বড় কাজকে সহজ করে নিমিত্ত করাবনহার ভব

বাপদাদা স্থাপনার সবথেকে বড় কাজ নিজে করাবনহার হয়ে নিমিত্ত করণহার বাচ্চাদের দ্বারা করাচ্ছেন। 'করণ করাবনহার' এই শব্দে বাবা আর বাচ্চারা কম্বাইন্ড আছে। হাত বাচ্চাদের আর কাজ বাবার। হাত বাড়িয়ে দেওয়ার গোল্ডেন চান্স বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অনুভব এটাই করো যে যিনি করানোর তিনি করিয়ে নিচ্ছেন, নিমিত্ত বানিয়ে চালনা করছেন। প্রতিটি কর্মে করাবনহারের রূপে সাথী হয়ে সাথে আছেন।

স্লোগানঃ- জ্ঞানী তু আত্মা হল তারা, যারা আর্জি জানানোর পরিবর্তে সদা রাজি থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;